দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 09 JUN 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলন ও আজকের চিন্তাধারা

কিছু দিন থেকে বাংলাদেশে ব্যাপকহারে মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর পত্র-পত্রিকায় লিখা হচ্ছে। সম্প্রতি জনাব এ, কে, এম, ফজলুল হক দৈনিক ইনকিলাবে এ ব্যাপারে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছেন। এর পর একই পত্রিকায় প্রিন্সিপাল মাওঃ বেগম নূরজাহান আকবরও মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলনের উপর একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধগুলো পড়ে দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমান ওলামা, মাশায়েখ ও বুদ্ধিজীবীদের চিন্তারাজ্যে কিছুটা নাড়া দিবে বলে আমার বিশ্বাস। মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থাপনা এদেশে কেন নেই? কেনই বা এতদঞ্চলে শতাব্দীকাল থেকে মহিলা মাদ্রাসা বা অনুরূপ মহিলাদের জন্য কোন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি এটি একটি অত্যন্ত বড় প্রশ্ন। যুগশ্রেষ্ঠ ওলামাগণও এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ কেন গ্রহণ করেননি, এটাও একটা প্রশ্ন। গত এক দশক থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কিছু মহিলা মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে— আমাদের কাছে এ তথ্য রয়েছে। বর্তমানে এর প্রতি জনগণ আগ্রহী হচ্ছে এবং মহিলা মাদ্রাসা আরও ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেতে পারে। চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার মনে হয় প্রয়োজন নেই। অশ্লীলতা, নগ্নতা, উলঙ্গপনা, বেহায়াপনাসহ শত শত সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে আজ অশিক্ষা এবং এ ধরনের কুশিক্ষার কারণে। এসব কথা বলে তো কোন ফায়দা নেই। আমরা তো বিকল্প কিছু করতে পারিনি। আমরা প্রাতিষ্ঠানিক বিকল্প কিছু দিতে পারলে হয়তো আজ মহিলাদের মধ্যেও শত শত, হাজার হাজার মহিলা ইসলামী শিক্ষায় পারদর্শী হতে পারতো।

তাহলে একদিকে রাসূল (সঃ)-এর বাণীতে নারীদের উপর ইলম অর্জনের আবশ্যকতা অপরদিকে সমাজে ইসলামী শিক্ষার অভাবে তথাকথিত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নারীদের উলঙ্গপনার করুণ চিত্র দেখার পরও কি এ প্রশ্ন উঠবে যে, যা কয়েক শতাব্দী থেকে হয়নি আমরা তা কি করে করবো? সংস্কারের জন্য কোন যুগ নির্দিষ্ট নেই। এছাড়া আরও একটি দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয় তাহলে কোন ব্যক্তি দেশের খ্যাতিমান আলেম বা ইসলামী চিন্তাবিদ হতে পারেন কিন্তু তাঁর স্ত্রী যদি হালাল-হারাম বা পবিত্রতার মাসলা মাসায়েল না জানেন তাহলে তাঁর আমলী জিন্দেগীতে এর প্রতিক্রিয়া হবে। রাসূল (সঃ) বলেছেন,

শারাবান তাহুরা হোরায়রা

জনগণেরও বিপুল সাড়া পাওয়া যেতে পারে বলে আশা করা যায়। সে সময় হয়তো বা এক শ্রেণীর লোক কিছু উদ্ভট প্রশ্ন উত্থাপন করে বসতে পারেন যে, যেটা বড় বড় আলেম মাশায়েখগণ করেননি সেটা আজ কিভাবে করা হবে। এটা ঠিক হবে কি-না ইত্যাকার কথা। তাই এ প্রবন্ধে এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই।

১। কোরআন ও সুন্নাহ এবং রাসূল (সঃ)-এর জীবনাদর্শই আমাদের জন্য একমাত্র পাথেও। এগুলোতে এ সম্পর্কে কি নির্দেশ রয়েছে তা কিছুটা আলোচনা করা দরকার। কোরআন মজীদের প্রথম বাণী ঈমান আনা বা নামাজ, রোজা সম্পর্কে ছিল না প্রথম বাণী "ইকরা" 'পড়' "জ্ঞান অর্জন কর"। এ নির্দেশে আল্লাহ তায়ালা নারী-পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করেননি। হাদীসে এসে রাসূল (সঃ) নারী এবং পুরুষ উভয়ের উপর প্রয়োজনীয় ইলম অর্জন করা ফরজ আইন তথা অবশ্যকরণীয় করে দিলেন। তিনি বললেন, "তালাবুল ইলমি ফারিদাতুন আলা কুল্লে মুসলিমিন ওয়া মুসলিমাতিন অর্থাৎ প্রত্যেক নর-নারীর উপর ইলম তলব (অর্জন) করা ফরজ। রাসূল (সঃ) তাঁর জীবনে এর বাস্তবায়ন কিভাবে করেছেন তা লক্ষণীয়। তিনি হযরত হাফসা (রাঃ)-এর নেতৃত্বে মহিলাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। রাসূলের আলোচনা শুনার জন্য পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও মসজিদে নববীতে উপস্থিত হতেন। অবশ্য তাদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। মসজিদের জামাতেও তাঁরা উপস্থিত হতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-সহ উম্মাহাতুল মুমেনীনগণ অনেক হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। হাদীসের সঠিক তথ্য জানার জন্য অনেক বিজ্ঞ পুরুষরাও হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হতেন। তিনি অনেক পুরুষেরও শিক্ষিকা ছিলেন। মোট কথা রাসূল (সঃ) ইলম অর্জনের ব্যাপারে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমান ব্যবস্থা রেখেছিলেন। কোরআন হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে বা আরও দু'এক শতাব্দী আগে থেকে মহিলাদের জন্য কোন পৃথক ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র কেন গড়ে উঠেনি?

এর জবাব হল পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ হয়ে একাজ করার কোন পরিবেশ ছিল না অথবা এ ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করা হয়েছে— কেউ সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করে দেখেনি। কোরআন ও হাদীসের কোথাও একথার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে, মহিলারা মোফাসসির, মুহাদ্দিস বা মুফতি হতে পারবেন না। ইসলামী শরীয়ার ব্যাখ্যাদাতাগণও এ সম্পর্কে কোন ভিন্নমত পোষণ করেননি। এখন ধরেই নিতে হবে যে, এটা আমাদের উদ্যোগের অভাব ছিল। কিন্তু প্রয়োজন ছিল তীব্র। তবে হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমাদের উদ্যোগ গ্রহণকারী এবং সংশ্লিষ্টদের স্মরণ রাখতে হবে, ঐসব স্থানেই কেবল মহিলা মাদ্রাসা স্থাপন করা সমীচীন হবে যেখানে এর পূর্ণ পরিবেশ রয়েছে যেমন বালিকা মাদ্রাসার পাশাপাশি বালকদের মাদ্রাসা অথবা এর পাশে স্কুল-কলেজ থাকলে ঐসব স্থানে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান না করাই ভাল। শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে সতর্কতা, অবলম্বন এবং এর আশেপাশে প্রভাবশালী ধর্মের অনুরাগী লোকদের বসবাস থাকা, সর্বোপরি মহিলা মাদ্রাসা হওয়া উচিত সম্পূর্ণ আবাসিক।

২। মহিলাদের জন্য পৃথক ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা মহিলা মাদ্রাসা না থাকার কারণে আজ মহিলারা বাধ্য হয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার দিকে ধাবিত হচ্ছে, সহ শিক্ষার পরিবেশে থেকে যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় তারা শিক্ষিত হচ্ছে তাতে সমাজে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হচ্ছে তা আজ আর তোমাদের মধ্যে তারা উত্তম যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম। স্ত্রীদের নিকট উত্তম হওয়ার অর্থ এই যে, স্ত্রীরা পুরুষের ভাল-মন্দের সব খবর জানে। সুতরাং পুরুষের জীবন ভাল করতে হলে স্ত্রীদের তথা সংসারের মাধ্যমে করতে হবে। সন্তানদের ইসলামী পরিবেশে গড়ে তোলার জন্যও মায়ের ইসলামী শিক্ষা থাকতে হবে। ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত নারীরাই নামাজী স্বামী পছন্দ করবে। সৎ চরিত্র ও উত্তম আখলাকের স্বামীর তখন চাহিদা বাড়বে। উপরের আলোচনা থেকে আমি একথাগুলোই বুঝাতে চেয়েছি যে, মহিলা মাদ্রাসা স্থাপনের পরিবেশ সৃষ্টি করে সর্বত্রই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালানো অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এতে কোন খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে তা সতর্কতার সাথে পরিহার করতে হবে। এর জন্য আমি কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখতে চাই। তা হলো।—

০ কেন্দ্রীয়ভাবে রাজধানী ঢাকায় ওলামা মাশায়েখ ইসলামী চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও দানশীল ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি সংস্থা গড়ে তুলতে হবে যা মহিলা মাদ্রাসা ফাউণ্ডেশন বা অন্য কোন নামে অভিহিত হতে পারে।

০ এ সংস্থা বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলোর সংগে সার্বিক সহযোগিতা করবে এবং ভবিষ্যতে দেশের সর্বত্র ব্যাপকহারে মহিলা মাদ্রাসা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাবে।

০ এরূপ একটি অর্থবহ সংস্থা গড়ে তোলার জন্য রাজধানী ঢাকাসহ প্রত্যেক বিভাগীয় ও জেলা হেড কোয়ার্টারে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন।

০ ভাবাবেগে আমাদের দেশে অনেক সংস্থা গড়ে উঠে। কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এ জন্য একদল নিবেদিত লোকের প্রয়োজন। যাঁরা আন্তরিকতার সাথে সার্বক্ষণিকভাবে সময়, শ্রম ও অর্থ দিয়ে এর জন্য কাজ করবে। সবার দ্বারা সব কাজ সমাধা হয় না। এ জন্য সংগঠন কায়েম, অর্থ সাহায্য, বুদ্ধি, পরামর্শ ইত্যাদির জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে লোক বাছাই করা দরকার। এভাবে সকল পর্যায়ের লোকের সমন্বয়ে একটি কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারে।

০ বাংলাদেশে ইতিপূর্বে যে সকল মহিলা ব্যক্তিগত উদ্যোগে কামিল পাস করেছেন। যাঁরা বর্তমানে মাদ্রাসায় ফাজেল, কামেল ও জামাতে অধ্যয়ন করছেন এবং সাধারণ শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত মহিলা যাঁরা ব্যক্তি জীবনে ধার্মিক তাঁদের সকলের একটি পরিসংখ্যান বের করা যেতে পারে। তাঁদেরও একটি সেমিনার অনুষ্ঠান করে একটি এসোসিয়েশনের মাধ্যমে অথবা সরাসরি মহিলা মাদ্রাসা ফাউণ্ডেশনকে তাঁরা সহযোগিতা দান করতে পারেন।

০ এ সংস্থার মাধ্যমে শুধু মহিলা মাদ্রাসা স্থাপন নয় মহিলাদের জন্য ইসলামী পত্র-পত্রিকা বের করা— যার মাধ্যমে সামাজিক অবক্ষয় রোধের চেষ্টা করা। মহিলা মাদ্রাসাসমূহ এবং ফাউণ্ডেশনের তৎপরতার দর্পণের মত এ পত্রিকা কাজ করবে। মহিলাদের কর্মসংস্থান ও বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষার প্রবর্তন ইত্যাদি কাজও এ সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

০ এ সংস্থায় সরকারী, বেসরকারী সকল পর্যায়ের লোকের সহযোগিতা নিতে হবে এবং আপাততঃ ঢাকায় একটি কামিল পর্যায়ের সম্পূর্ণ আবাসিক মহিলা মাদ্রাসা চালু করে এ সংস্থার মডেল হিসেবে কাজ আরম্ভ করা যায়। এ ব্যাপারে সকল স্তরের আলেম, পীর সাহেবান, বুদ্ধিজীবী, চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী ও দ্বীন দরদী ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এটা সকলের দ্বীনি দায়িত্ব বলে আমি মনে করি।